সুপারস্টার নায়কের সামনে যেন আমার অস্তিত্বই ছিল না

কেরিয়ারের শুরুতে পিতৃতান্ত্রিক বলিউডে এমন অভিজ্ঞতার কথা স্বীকার করে নিলেন বিদ্যা বালন। সদ্য মুক্তি পাওয়া ‘শেরনি’ ছবির ‘বিদ্যা ভিনসেন্ট’-এর সঙ্গে নিজেকে আইডেন্টিফাই করতে পারেন অভিনেত্রী। বিদিশা চট্টোপাধ্যায়

‘শেরনি’ ছবিটি এবং আপনার অভিনয় প্রশংসিত হচ্ছে সর্বত্র। বিদ্যা ভিনসেন্টের চরিত্রের সঙ্গে কীভাবে নিজেকে আত্মস্থ করেছিলেন?

●বেশিরভাগ ক্রেডিটটাই পরিচালক অমিত মাসুরকর এবং এই ছবির অন্য দুই লেখক আস্থা টিকু এবং যশস্বী-কে দেব। অমিত, বিদ্যা ভিনসেন্টকে এইভাবেই দেখাতে চেয়েছিলেন— এমন একজন যে, ‘নন কনফরমিস্ট’ এবং যে সরাসরি কোনও সংঘাতেও যেতে চায় না। একজন শান্ত অথচ দৃঢ়চেতা মহিলা যে নিজের কাজ ভালবাসে। পরিচালকের সঙ্গে কথা বলে আমি বিদ্যা ভিনসেন্টকে বুঝতে পেরেছিলাম। আর স্ক্রিপ্টটা খুব সাহায্য করেছে।

আপনার কেরিয়ারে কখনও এমন পরিস্থিতির শিকার হতে হয়েছে, যেখানে প্রচণ্ড রাগ হওয়া সত্ত্বেও আপনি শান্ত থেকেছেন, সংঘাতে যাননি, অনেকটা বিদ্যা ভিনসেন্টের মতোই!

●ইয়েস, অফকোর্স। বিদ্যা ভিনসেন্টের এই মানসিক অবস্থার সঙ্গে নিজেকে আইডেন্টিফাই করতে পারি। জীবনে, কেরিয়ারে অনেকটা লম্বা সময় ধরে নিজের মতামত প্রকাশ করা থেকে বিরত থেকেছি। আমার মনে হত নিজের মতামত প্রকাশ করলে আমাকে জাজ করবে লোকে। এমন অনেক সময় হয়েছে, একজন পুরুষ কথা বলছে, এবং ভুল বলছে— কিন্তু তবু তাকে থামাতে পারিনি, কারণ মহিলার মতামত গ্রাহ্য হয় না। আমি বহুবার এমন পরিস্থিতিতে পড়েছি।

একজন মহিলাকে এই শক্ত পৃথিবীতে লড়াই করতে গিয়ে সবসময় প্রস্তুত থাকতে হয়, সজাগ থাকতে হয়— এটাই বা কেন হবে, একজন দুর্বল মানুষেরও তো বাঁচার অধিকার আছে! আপনার এটা মনে হয় না?

●কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, প্রতিটি মহিলার মধ্যেই একজন ‘শেরনি’ আছে। তার মানে এই নয় যে, সবাইকে সোচ্চার হতে হবে, সবাইকে দাঁত-নখ বের করে তৈরি থাকতে হবে। বিদ্যা ভিনসেন্টকে দেখলে মাঝেমধ্যে আপনার প্যাসিভও মনে হতে পারে। আমরা সবসময় ‘শক্তি’-র সঙ্গে ‘অ্যাগ্রেসন’-কে চিহ্নিত করি। সেটা ঠিক নয়। বিদ্যা ভিনসেন্ট খুব শান্তভাবে নিজের কাজ করে, পরিণতি উপেক্ষা করে। এমনকী, তার নতুন কাজেও সে সমান প্যাশনেট। আর এই ছবিটা করতে গিয়ে ‘স্ট্রং উইমেন’-এর সংজ্ঞাটা আমার নিজের কাছেও খানিকটা বদলেছে। এর আগে আমি যেসব চরিত্রে অভিনয় করেছি, সেই সব মহিলা চরিত্রের সকলেই শক্তিশালী এবং সেটা বুঝতে গেলে তলিয়ে দেখার প্রয়োজন নেই। কিন্তু বিদ্যা ভিনসেন্টকে দেখলে আপাতভাবে দুর্বল মনে হতে পারে। চুপচাপ শাশুড়ির কথা মেনে গয়নাও পরে নিচ্ছে সে। আসলে ‘বিদ্যা’ তার লড়াইটা বেছে নিতে জানে। এই পরিস্থিতিতে তর্ক বা লড়াই করার মতো সময় বা এনার্জি নষ্ট করতে চায় না। সবসময় ‘রণংদেহি’ মূর্তি ধারণ করায় সে বিশ্বাসী নয়।

সম্প্রতি কেট উইন্সলেট অভিনীত ‘মেয়ার অফ ইস্টটাউন’ মুক্তি পেয়েছে। এই দুটো চরিত্রের ধরন, অভিব্যক্তির মিল আছে। কেট এবং আপনি দু’জনেই চরিত্র এবং বয়সের সঙ্গে মানানসই চেহারায় দেখা দিয়েছেন। এবং আপনাদের দু’জনের কেরিয়ারের গোড়ার দিকের যাত্রাপথেও মিল। দু’জনেই মারাত্মকভাবে বডি শেম্‌ড হয়েছেন। এবং দু’জনেই সেটাকে অতিক্রম করে এমন-এমন চরিত্রে দেখা দিয়েছেন যেখানে নিজের শরীর, বয়স লুকনোর কথা ভাবেননি। বলিউডে এই প্রথাভাঙা পথে হাঁটার বিশ্বাস কোথা থেকে পেলেন?

●ওহ! আই অ্যাম ফ্ল্যাটারড্, থ্রিলড যে, কেট উইন্সলেট-এর নামের সঙ্গে আমার নাম উঠে আসছে। অভিনেতা কেট উইন্সলেটকে আমি ভালবাসি। এমন একজন অভিনেতা যাঁর সমস্ত কাজ আমি দেখেছি। আই অ্যাম এ ফ্যান। আর নিজের কথা বলতে গেলে বলব— আমার মতে অভিনেতা হল এমন একজন, যে অন্যের জীবনের রোল প্লে করে অল্প সময়ের জন্য। বিদ্যা ভিনসেন্ট একজন ফরেস্ট অফিসার, তাকে পোশাক পরতে হবে অত্যন্ত প্র্যাকটিকাল হয়ে। জঙ্গলে কেউ মেকআপ করে না, এটা তেমন কাজ নয়। ফলে প্রতিটা চরিত্রের যাপন অনুযায়ী আমার হাতে যা সরঞ্জাম আছে, তাই দিয়ে নিজেকে তৈরি করায় বিশ্বাসী। এটাই আমার কাজের পদ্ধতি।

একজন মহিলা যখন পুরুষশাসিত এবং পুরুষপ্রধান কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে তাকে নানাভাবে হেনস্তা কিংবা গ্যাসলাইট করা হয়। এটা সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আপনার কেরিয়ারে এমন অভিজ্ঞতা আছে?

●হ্যাঁ-হ্যাঁ, বহুবার। এমন অনেক সময় হয়েছে, কোনও ছবির শুটিং করছি, পরিচালকের এইটুকু ভদ্রতাবোধ নেই, শট শেষ হওয়ার পর ‘ওকে বিদ্যা’ বলবে। অথচ আমার সঙ্গেই কোনও নামকরা সুপারস্টার নায়ক রয়েছেন, তাঁকে ‘স্যর’ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। তিনি রেডি কি না সেটা খেয়াল রাখা হচ্ছে, শট শেষের পর ‘গ্রেট স্যর’ বলা হচ্ছে। সেইসব সময়ে মনে হত, আমি বোধহয় সেখানে এগজিস্টই করছি না। অপমানিত বোধ করতাম, প্রচণ্ড রাগ হত, মনে হত, আই উড গো অ্যান্ড স্ল্যাপ দ্য ডিরেক্টর। কিন্তু চুপ থেকেছি। কারণ আমি একেবারে নতুন। এবং পরের দিকে যখন এমন হয়েছে, আমার এটা পয়েন্ট আউট করতে অস্বস্তি হয়েছে, কারণ আমি জানি এটা পরিচালককে বললেই সে বলবে, ‘ইটস ইন ইওর হেড’। অ্যান্ড দ্যাট ইস গ্যাসলাইটিং। তেমন সময় মনে হবে, থাক বাবা, দরকার নেই কিছু বলার।

নারীপ্রধান ছবিতে অভিনয় করার সিদ্ধান্তটা কি সচেতনভাবেই নেওয়া?

●না, এমন কোনও সিদ্ধান্ত আমি আগে থেকে নিইনি। যে ছবিতে আমার চরিত্রে এক্সাইটিং কিছু থাকবে, আমি করতে রাজি। তবে হ্যাঁ, ‘নারীকেন্দ্রিক’ ছবি আমাকে যতটা এক্সাইটমেন্ট, চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি এনেছে— সেই অভিজ্ঞতা অভিনেতা হিসাবে খুব পূর্ণ করেছে। অন্যান্য ছবিতে এমন সুযোগ কম, তাই নারীকেন্দ্রিক ছবিতে কাজ করতে পেরে আমি খুশি।

পরেরটা তো প্রেমের ছবি। আপনি এবং ‘স্ক্যাম ১৯৯২’-খ্যাত প্রতীক গান্ধীকে কাপল হিসাবে দেখা যাবে।

●হ্যাঁ। এই ছবিটা করছি, তবে কবে শুরু করতে পারব, জানি না। এই প্যানডেমিকে সবকিছুই আটকে।

নতুন ছবি ওটিটি-তে

মৃত্যু এবং প্রবঞ্চনা, মিথ্যের মুখোশ খুলে সত্যির উন্মোচন— এক দম্পতির জীবনে ভয়াবহ প্রভাব ফেলতে পারে এই সবই। পৃথা আর ঋদ্ধিমানের জীবন মোড় নেয় এই ধরনের নাটকীয় উত্থানপতনের মধ্য দিয়েই। মধুমিতা সরকারের গল্প এবং চিত্রনাট্য অবলম্বনে সন্দীপ সরকারের ছবি ‘অন্তর্দ্বন্দ্ব’ মুক্তি পাচ্ছে ক্লিক ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। সেই ছবিরই চরিত্র পৃথা এবং ঋদ্ধিমান। প্রধান চরিত্রে জয় সেনগুপ্ত এবং মধুমিতা সরকার। এছাড়াও এই সিরিজে অভিনয় করছেন বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, চন্দন সেন। ২৬ জুন থেকে ক্লিকে দেখা যাবে এই ছবি।

কার্তিক কথা

সব বিতর্ক দূরে সরিয়ে কার্তিক আরিয়ান নতুন ছবিতে সাইন করে ফেললেন। তিনি নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় একথা জানিয়েছেন এবং ছবির টিজার শেয়ার করেছেন। সাজিদ নাদিয়াদওয়ালার এই মিউজিক্যাল লাভ স্টোরির নাম ‘সত্যনারায়ণ কি কথা’। ছবিতে মলাটচরিত্রে থাকছেন কার্তিক। পরিচালনায় সমীর বিদওয়ানস।

অনুরাগের ‘কিল বিল’

২০০৩ এবং ২০০৪ সালে যথাক্রমে মুক্তি পেয়েছিল ‘কিল বিল’ ভলিউম ১ এবং ২। উমা থারম্যান অভিনীত কোয়েন্তিন তারান্তিনোর এই রিভেঞ্জ থ্রিলারে জাপানি মাঙ্গা বা অ্যানিমে, ওয়েস্টার্ন, পাল্প— নানা জঁর মিলেমশে ছিল। এবার বলিউডে রিমেক হচ্ছে এই ছবির। ভারতে যে পরিচালককে তাঁর প্রথম ছবি ‘পাঁচ’ থেকে বারবার কোয়েন্তিন তারান্তিনোর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, সেই অনুরাগ কাশ্যপ নির্মাণ করছেন এই ছবি। মুখ্য ভূমিকায় কৃতি স্যানন।

নতুন বাংলা ওয়েব সিরিজ

বাপ্পা ও সৌম্যজিত আদকের পরিচালনায় ‘ডিজিপ্লেক্স’-এ আসবে ‘রূপ প্রোডাকশন’ প্রযোজিত তারকাখচিত তিনটি ওয়েব সিরিজ— ‘সাইকো’, ‘অল্প হলেও সত্যি’, ‘সন্ধে নামার পরে’, যেগুলির শুটিং শুরু হবে। থ্রিলার ও রোমান্সের ককটেল এই সিরিজগুলি। অভিনয়ে কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরভ দাস, কিঞ্জল নন্দ, অর্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

প্রিয়ক মিত্র

স্যানিটাইজ করা গল্প দেখাতে চাইনি

‘বহুরূপীয়া’ ও ‘ফরগেট মি নট’ নিয়ে কথা বললেন সৃজিত মুখোপাধ্যায়। শুনলেন বিদিশা চট্টোপাধ্যায়

‘বহুরূপীয়া’-র সেট-এ কে কে মেনন ও সৃজিত মুখোপাধ্যায়

সত্যজিৎ রায় তাঁর গল্পে ‘বিপিন চৌধুরি’ এবং ‘নিকুঞ্জ সাহা’-কে হাল্কা ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন। আপনি ‘নেটফ্লিক্স’-এর ‘রে’ অ্যান্থোলজিতে ‘ইপ্সিত’ এবং ‘ইন্দ্রাশিস’-কে নিষ্ঠুর হয়ে শাস্তি দিলেন। একজন স্মৃতি হারাল, অন্যজনের মৃত্যু!

●একেবারে তাই। দু’জনের পরিণতি আরও ভয়ংকর জায়গায় নিয়ে গিয়েছি। সত্যজিৎ রায়ের গল্পের নির্যাসটা নিয়ে সেটাকে ২০২১-এর প্রেক্ষাপটে আরও ডার্ক করে তোলাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। আর এই সময়টাই তো আগের চেয়ে নির্মম এবং নিষ্ঠুর, সেটাকে ধরতে গেলে এই ডার্ক স্পেসটার দরকার ছিল।

আপনার অন্যান্য ছবির মতোই এখানে প্রধান চরিত্রদের নানা ধরনের ভায়োলেন্সের মধ্যে ফেলেছেন! অ্যাকসিডেন্ট আছে, রক্তপাত আছে!

●চিত্রনাট্য লিখেছে সিরাজ। তবে গল্পের বিন্যাস কেমন হবে, কোন পথে এগবে সেটা ঠিক করে দিয়েছিলাম। এমনকী, অভিনেতাদের সঙ্গে ওয়ার্কশপও করেছি গল্পটা তৈরি করতে গিয়ে।

‘ইপ্সিত’ এবং ‘ইন্দ্রাশিস’-এর জীবনে প্রেমের গতিপথে রয়েছে বিশ্বাসঘাতকতা, অতৃপ্তি। আপনার সব ছবিতেই এই অপ্রেম কেন?

●মানে জানতে চাইছেন, আমি প্রেমে প্রচুর ‘ধোঁকা’ খেয়েছি কি না? (হা হা হা)... তাহলে বলি, হ্যাঁ, আমার জীবনে বহু প্রেম ভেঙে গিয়েছে। সেগুলো হয়তো পালানোর পথ না পেয়ে নানাভাবে আমার ছবির গল্পে অন্য রূপে ঢুকে পড়ে। এখানেও এসেছে। সেই কারণেই হয়তো একটা অতৃপ্তি, হিংসা আছে। তবে প্রেমে অস্থিরতা, ডিলেমা, হিংসা— এই সংকটগুলো সমসাময়িক। আর শিল্প যদি সময়ের প্রতিবিম্ব হয় এবং ওটিটি যখন আমাকে সেই সুযোগ দিচ্ছে, সেটাকে ব্যবহার না করা বোকামি। তাই এক্ষেত্রে প্রেমকে আমি স্যানিটাইজ করতে চাইনি। তবে বলাই বাহুল্য, এটা বায়োগ্রাফিক্যাল নয়।

বিপিনবাবু রাঁচি গিয়েছিলেন, আপনি ইপ্সিতকে অজন্তা কেভস-এর প্রাচীন প্রান্তরে নিয়ে গেলেন। এটা ছবিতে একটা অন্য মাত্রা যোগ করেছে।

●আসলে ইপ্সিতকে আমরা ক্রমশ দেখি একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে, সেই জন্যই অজন্তা। যদিও গল্পটা প্রথমে বেঙ্গালুরুতে ভেবেছিলাম। তখন ঠিক করেছিলাম, হাম্পিতে শুটিং করব।

‘বহুরূপীয়া’ দেখতে গিয়ে কিন্তু মনে হয়েছে, ‘ভিঞ্চিদা’ দেখছি। নিজের সিগনেচার কাজকে রিপিট করা, এটা কি নার্সিসিজম?

●প্রস্থেটিকস আর মেক আপের গল্প তো আমার খুব প্রিয়। তবে এটাও ঠিক, মূল ভাবনা ‘বহুরূপী’ গল্পেই ছিল। সেই সময় প্রস্থেটিকস ছিল না, তাই মেক আপের কথাই রয়েছে কেবল। এবং খুব সচেতনভাবেই এই ছবিতে ‘ভিঞ্চিদা’-র অভিজ্ঞতা রিক্রিয়েট করা। টলিউডে মেক আপের বিবর্তনে সোমনাথ কুণ্ডু একজন গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী। তাঁর সঙ্গে কাজ করার সূত্রে এই পুরো বিষয়টা যখন আমার দখলে আছে, সেটা তো আমি ব্যবহার করবই।

‘বহুরূপীয়া’ গল্পে আপনি ‘ইন্দ্রাশিস’-কে সাধারণ ‘গুন্ডা’-র মুখোশ না পরিয়ে, তাকে দিলেন ধর্ষকের মুখোশ। ‘রাকেশ সিং’ নামটা ‘মুকেশ সিং’-কে মনে করায়।

●এটা একেবারেই ‘নির্ভয়া’-র কথা ভেবে করা। ওই ঘটনাটা সবাইকে নড়িয়ে দিয়েছিল। পুরুষ হিসাবে একটা সময় আমার নিজেকেই লজ্জা করত। এটা অবচেতনে ছিল কোথাও। আর ‘নিকুঞ্জ সাহা’-র চাইতে ‘ইন্দ্রাশিস’-কে আরও অন্ধকার জায়গায় নিয়ে যেতে চেয়েছি। তাই এই পরিবর্তন।

কলেজ প্রেমের গল্প নিয়ে

সৃজিতের নতুন ছবি

শম্পালী মৌলিক

নতুন ছবিতে হাত দিতে চলেছেন সৃজিত মুখোপাধ্যায়। ‘দ্বিতীয় পুরুষ’-এর পর ‘এসভিএফ’-এর প্রযোজনায় আদ্যন্ত প্রেমের গল্প নিয়ে কাজ করবেন তিনি। নতুন ছবির নাম ‘X= প্রেম’ । সৃজিতের কথায়— ‘একটু ফিউচারিস্টিক প্রেমের গল্প। বহুদিন পর কলেজ প্রেমের গল্প নিয়ে ছবি করছি। তবে জলবৎ তরলং নয়, ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে।’

ছবির গল্পের একদিকে রয়েছে খিলাত ও জয়ী, আরেকদিকে অর্ণব ও অদিতির জুটি। চিত্রনাট্য সেই চিরন্তন ভালবাসার কথাই বলবে, যার জোরে জীবনের সমস্ত প্রতিকূলতা জয় করে ফ্যালে মানুষ। পরিচালক এক্ষুনি চরিত্রের ডিটেল বা গল্প সম্পর্কে খুব বেশি বলতে নারাজ। স্মার্ট, ইন্টেলিজেন্ট খিলাতের ভূমিকায় দেখা যাবে অনিন্দ্য সেনগুপ্তকে। প্রাণচঞ্চল, একটু বহির্মুখী জয়ীর চরিত্রে নবাগতা শ্রুতি দাস। আর কলেজের সিনিয়র, অন্তর্মুখী অর্ণবের রোলে থাকছেন অর্জুন চক্রবর্তী। অন্যদিকে মধুরিমা বসাককে পাওয়া যাবে মুক্তমনা অদিতির ভূমিকায়।

পরিচালক বলছেন, “তিনজনের ফিচার ফিল্মে ডেবিউ হচ্ছে বলা যায়— অনিন্দ্য, শ্রুতি আর মধুরিমার। যদিও ‘ডিকশনারি’-তে স্বল্প দৈর্ঘ্যের একটি চরিত্রে মধুরিমা আগে অভিনয় করেছে। আর অর্জুনের সঙ্গে এটা আমার প্রথম কাজ হতে চলেছে।” ছবির মিউজিক করছেন সপ্তক সানাই দাস। ক্যামেরার দায়িত্বে শুভঙ্কর ভড়। প্রসঙ্গত, সৃজিত এর আগে অনিন্দ্য সেনগুপ্তকে নিয়ে কাজ করেছেন, ‘অতি উত্তম’-এ। তবে হয়তো ওই ছবিটির আগেই ‘X= প্রেম’ মুক্তি পাবে। জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে এই ছবির শুটিং শুরু এবং কলকাতাতেই হবে।

এই ছবি প্রেমের গল্প নিয়ে। অতএব ধরেই নেওয়া যায় ঘনিষ্ঠ দৃশ্য থাকবে। আর সৃজিত শুটিং শুরু করতে চলেছেন পোস্ট-প্যানডেমিক পরিস্থিতিতে। সেখানে কোভিডকালে ইন্টিমেট সিনের শুটিংয়ে কতটা ভরসা রাখছেন পরিচালক? সৃজিতের স্পষ্ট জবাব ‘আমরা সবটাই কোভিড প্রোটোকল মেনে করব। আর সকলের টিকাকরণ হয়েছে। কাজেই ঘনিষ্ঠ দৃশ্যের শুটিং নিয়ে চিন্তিত নই।’ সুতরাং কিছুদিনের বিরতি কাটিয়ে আবার সৃজিতের সিনেমার ফ্লোরে লাইট-সাউন্ড-ক্যামেরা অ্যাকশনের অপেক্ষা!

অন্যদিকে বলিউডেও পরিচালকের বড় খবর পাকা হল সম্প্রতি। রাহুল ঢোলাকিয়ার পরিবর্তে ‘সাবাশ মিঠু’-র পরিচালনার ভার এখন সৃজিতের কাঁধে। তাপসী পান্নু অভিনীত ক্রিকেটার মিতালি রাজের বায়োপিকের দায়িত্ব পাওয়া ক্রিকেট-অনুরাগী সৃজিতের কাছে ওভার বাউন্ডারির সমান বলা যায়।

টেক্সাস থেকে ফোন পেয়েছি অভিমন্যুর জন্য

আইপিএস অফিসার হয়ে তিনি মানুষের পাশে। আবার ‘অভিমন্যু’-রূপে তিনি দর্শকের হৃদয়ে। কী বলছেন ‘দেশের মাটি’-র পুলিশ কর্তা-অভিনেতা প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়?

বাস্তব আর পর্দা মিলেমিশে একাকার। আদতে তিনি বারাসতের ডিআইজি প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। ছোট পর্দায় তিনি-ই ‘দেশের মাটি’ ধারাবাহিকের দক্ষ পুলিশ অফিসার ‘অভিমন্যু’। সিরিয়ালের কাহিনি অনুযায়ী এই অভিমন্যু হলেন ‘ছোট মা’র পুরনো প্রেম। আর অতীত প্রেম ফিরে আসতেই উন্মাদনা তুঙ্গে, দর্শক ভালবাসছে অভিমন্যুকে। কী বলছেন অভিনেতা-পুলিশ কর্তা প্রসূন? অভিনয় তাঁর কাছে নতুন কিছু নয়। এর আগে থিয়েটারে নিয়মিত অভিনয় করেছেন, তবে সিরিয়ালে এই প্রথমবার। কেমন লাগছে জিজ্ঞেস করতে, হেসে বললেন, “খুব ভাল লাগছে। মঞ্চে বহু বছর ধরে অভিনয় করছি। কিছু ফিল্মেও করেছি। তার মধ্যে একটি শর্ট ফিল্ম ‘নোটিফিকেশন’ আন্তর্জাতিক উৎসবে নির্বাচিত হয়েছিল। এবারে ধারাবাহিকে কাজ করলাম। আমি যদি তিনটে ফরম্যাটের অভিনয়কে দেখি— স্টেজ, সিনেমা এবং টেলিভিশন, তার মধ্যে অভিনয়ের বেসিক গ্রামারটা একই। কিন্তু পার্থক্যও আছে। থিয়েটারে প্রায় তিরিশ বাই চল্লিশ একটা স্টেজের ডেপথকে ব্যবহার করতে পারছি। অনেক অর্গ্যানিক মুভমেন্ট সম্ভব সেখানে। সিনেমার ক্ষেত্রে স্টেজের তুলনায় রেস্ট্রিকশন বেশি। কারণ, ক্যামেরার ফোকাল লেন্থ ইত্যাদি মনে রাখতে হয়। তবু সিনেমায় ওয়াইড শটে অনেকটা বেশি স্পেস নিয়ে কাজ করি আমরা। সিরিয়ালে রিয়েলাইজ করলাম, এই জায়গায় খুব চ্যালেঞ্জিং অ্যাক্টিং। এখানে কম্প্যারিটিভলি মুভমেন্ট রেস্ট্রিক্টেড ফলে অনেক বেশি ক্লোজ আপ শট, টাইট ফ্রেম। তাই প্রত্যেকটা ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন ইম্পর্ট্যান্ট। সেক্ষেত্রে কনসেনট্রেশন লেভেল পড়ে গেলে চলবে না। কাজেই এখানে অ্যাক্টিং খুব ইনটেন্স হয়। লোকে মনে করে, এটা সহজ, কিন্তু আসলে টেলিভিশনে অ্যাক্টিং অত সহজ নয়। সেই অ্যাডাপ্টেশন করাটা চ্যালেঞ্জ ছিল। হয়তো সেটা সফলভাবে করতে পেরেছি, দর্শকের প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী। এই ফরম্যাটটা ইন্টারেস্টিং এবং আমি খুব এনজয় করছি।”

দর্শকের প্রতিক্রিয়া ভাল, সে স্টার জলসার এই সিরিয়ালের ‘রেটিং’-ই বলে দেয়। বাস্তবে অভিনেতা-পুলিশের আশপাশের মানুষের প্রতিক্রিয়া কেমন? জানতে চাওয়ায় প্রসূন বলছেন, “খুবই ইন্টারেস্টিং প্রতিক্রিয়া পেয়েছি। আমি একটি কাজে একটি বেসরকারি হাসপাতালে গিয়েছিলাম। তখন কোভিড আরও জোরালো। ক্যান্টিনে শুধুমাত্র খাওয়ার সময় মাস্ক খুলেছিলাম, পয়সা দিতে যাওয়ার সময় আবার পরে নিই। হঠাৎ একজন ভদ্রমহিলা এগিয়ে এসে বললেন, “আপনি ‘দেশের মাটি’-তে অভিনয় করেন না?” আমি ‘হ্যাঁ’ বললাম। উনি জানালেন, দেখতে ভাল লাগে। উনি কিন্তু জানেনও না আমার পেশার বিষয়ে। আবার সল্টলেকের একটি রেস্তোরাঁয় গিয়েও টের পেয়েছি, পাশের টেবিল থেকে ফিসফিস করে অভিমন্যু সম্পর্কেই বলছে। এইরকম আরও আছে। টেক্সাস থেকে ফোন পেয়েছি ‘দেশের মাটি’-র জন্য। ষাটোর্ধ্ব প্রবীণাও দেখা করতে চেয়েছেন ‘অভিমন্যু’কে ভালবেসে (হাসি)।”

কথায় কথায় প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, ওম পুরী তাঁর প্রিয়তম অভিনেতা। যিনি কখনও অভিনয় করতে যাননি, বরং চরিত্র হয়ে উঠতেন। প্রসূনও তেমনটাই চান। ‘দ্রোহকাল’ বা ‘ডার্টি পলিটিক্স’-এ সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের দু’টি চরিত্রে ওম যেমন আলাদা ভাবে উজ্জ্বল, সেই ভাবেই চরিত্রের সঙ্গে মিশে যেতে চান প্রসূন। ‘অভিমন্যু’ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সেটাই মাথায় রেখেছেন তিনি। রিল আর রিয়েল লাইফের মধ্যে সমন্বয় করা তাঁর কাছে রীতিমতো উপভোগ্য। তাই সহজেই দক্ষ পুলিশ অফিসার হয়েও, পর্দায় অভিমন্যু হয়ে ওঠার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন তিনি এবং এতটুকু তাঁর ব্যক্তিগত প্রচ্ছায়া পড়তে দেননি।

তবে প্রেমের বিষয়ে তাঁর অবস্থান কী? পুরনো প্রেমে কি সাড়া দেওয়া উচিত? হেসে ফেললেন ডিআইজি সাহেব। বললেন, ‘এই প্রশ্নের উত্তরটা জানি না। এটা খুব ট্রিকি কোয়েশ্চেন।’ আইপিএস অফিসারের ব্যস্ততা এবং অভিনয় প্রসূন ব্যালান্স করতে জানেন। কিন্তু সময় ম্যানেজ করছেন কীভাবে? পুলিশকর্তার সপাট জবাব, “আমি বিশ্বাস করি, হোয়ার দেয়ার ইজ আ উইল, দেয়ার ইজ আ ওয়ে। ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। নিশ্চয়ই পুলিশে কাজ খুবই অ্যাবজর্ভিং এবং ডিমান্ডিং, আমার ক্ষেত্রেও তাই। এসপি থাকার সময়েও আমি রাত জেগে থিয়েটারের রিহার্সাল করতাম। অনিশ্চয়তার ভয়ে যদি কাজটা না করতাম, আমার ক্রিয়েটিভ সত্তার প্রতি অন্যায় হত। এক্ষেত্রে লীনা গঙ্গোপাধ্যায়-শৈবাল বন্দ্যোপাধ্যায় রাতের দিকে আমার অফিস আওয়ার্স-এর পরেই শুটিং রাখেন। ওঁদের জন্যই আমি এই কাজটা করতে পেরেছি, আমার সার্ভিসের ক্ষতি না করে।” প্রসূন তাঁর খাকি উর্দিকে যতখানি ভালবাসেন, সেই রকমই ভালবাসা তাঁর আর্ট ফর্মের প্রতিও। বড় ভালবাসেন অফবিট প্যারালাল সিনেমা। তাঁর প্রিয় পরিচালকদের মধ্যে রয়েছেন ঋত্বিক ঘটক, গোবিন্দ নিহালনি, ফেলিনি এবং পোলানস্কি। আগামী দিনে ফিচার ফিল্মে মিনিংফুল চরিত্রে কাজের ইচ্ছেও রয়েছে তাঁর।

শম্পালী মৌলিক

গুপী বাঘা দেখেই ভক্ত হয়েছিলাম

‘হাঙ্গামা হ্যায় কিঁউ বরপা’-র নেপথ্য কাহিনি শোনালেন অভিষেক চৌবে। বিদিশা চট্টোপাধ্যায়

সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে আপনার পরিচিতি কীভাবে ঘটে?

●আমার ছোটবেলা কেটেছে রাঁচিতে। তখন আমি কিশোর। মনে পড়ে, দূরদর্শনে ‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’ দেখানো হবে বলে গোটা পাড়া খুব উত্তেজিত। সেখানে প্রায় সত্তর শতাংশই বাঙালি পরিবার। এর আগে ‘সত্যজিৎ রায়’ নামটা শুনিনি। সকলের সঙ্গে আমিও দেখি এবং প্রচণ্ড ভাল লেগে যায়। ওটাই শুরু। পরে কলেজে উঠে তাঁর বাকি ছবিগুলো দেখেছি।

ক্লিপটোম্যানিয়া কেন্দ্র করে বারীন ভৌমিকের গল্পটাই কেন বাছলেন?

●সৃজিত এবং ভাসানের পর সব শেষে আমি এই টিমে ঢুকি। আমাকে যে চারটে গল্প দেওয়া হয়, তার মধ্যে এটা ভাল লাগে। তার কারণ বাকি দু’জনের গল্পের থেকে এটা একেবারেই আলাদা। সেন্স অফ হিউমারের সঙ্গে একটা অদ্ভুত উষ্ণতা আছে।

আপনার অন্যান্য ছবিতে, যদি ‘ইশকিয়া’-র কথাই ধরি, যে সেন্স অফ কমেডি আছে, তার উদ্রেক হয় মানুষের বিপন্ন পরিস্থিতি থেকে। সেই জন্যই কি এই গল্প বেছে নেওয়া?

●এটা অত তলিয়ে ভাবিনি। তবে হ্যাঁ, আমার কাছে কৌতুক বা হিউমার তখনই কার্যকর হয়, যখন বাস্তব জীবনের নানা পরিস্থিতি থেকে সেটার সৃষ্টি হয়। স্ল্যাপস্টিক কমেডি আমার ধাতে নেই। মানুষ যখন বিপন্ন, বা বিপদে পড়ে, আর সেটা নিয়ে যদি নিজেই মজা করতে পারে, তাতে মুহূর্তের বেদনা কিছুটা হালকা হয়ে যায়। নিজের দুঃখ নিয়ে মজা সবাই করতে পারে না। সেই কারণে এই হিউমার আমার কাছে ইউনিক এবং সেটা অন্যদের কাছেও হিউমারের বিষয় হতে পারে। বিষয়টা খুব ডার্ক হলেও সেটা নিয়েও কিন্তু মজা করা যায়। আর এই গল্পে মুসাফির আলির নিজের চুরি ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়, তাকে দিয়ে নানা কিছু করিয়ে নেয়।

‘বারীন ভৌমিক’-কে ‘মুসাফির আলি’ এবং ‘পুলক চক্রবর্তী’-কে ‘আসলম বেগ’-এ রূপান্তরিত করার নেপথ্যে কী ছিল?

●আমি গল্পটা যেমন ছিল তেমন করতে পারতাম, বাঙালি চরিত্র রেখে, কিন্তু তাহলে সেটা আমাকে বাংলায় করতে হত। দু’জন বাঙালি ভদ্রলোক টানা হিন্দিতে কথা বলছে— এটা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। তাই প্রেক্ষাপট বদলে মনোজ বাজপেয়ীকে ‘মুসাফির আলি’ তৈরি করলাম। আর উর্দু গজল এবং শায়েরি-র যে পৃথিবী, সেটাকে এনেছি, কারণ তাহলে একটা নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট হয়, যা বাঙালি সংস্কৃতির মতো ইউনিক। সাধারণ হিন্দি ছবির গাইয়ে হিসাবে রাখতে চাইনি। জেনারালাইজ করতে চাইনি। তারপর বাকিটা কাজ করতে গিয়ে হয়েছে। সত্যজিৎ রায়ের ‘শতরঞ্জ কে খিলাড়ি’-তে এমন একটা সেটিং ছিল, যদিও সেটা ঐতিহাসিক। মনে হয়েছিল, উর্দু কবিতা বা গজলের যে পৃথিবী সেটা ধরতে পারলে গল্পটা জাস্টিফাই করা যাবে।

অভিষেক চৌবে

মনোজ বাজপেয়ীর সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা কেমন? আপনারা এর আগে ‘সোনচিড়িয়া’ ছবিতে কাজ করেছেন!

●আমাদের মধ্যে একটা বন্ড ছিলই। এই গল্পটা যখন অ্যাডপ্ট করি, তখন লকডাউন চলছে। চিত্রনাট্য পড়ে মনোজ ফোন করে খুব হেসেছিল। তারপর গল্পটা নিয়ে কথা বলতে বলতে, পাঁচ মিনিটেই রাজি হয়ে যায়। এই চরিত্রটার জন্য খুব খেটেছে মনোজ। উর্দু ভাষায় কথা বলে, গান গায়— এমন চরিত্র আগে কখনও করেনি। ছবিতে মনোজের যেসব হারমোনিয়াম বাজানোর দৃশ